মহিলা ও শিশু পাচার বিষয়ক

প্রথম পাতার পর

এবং চোরাচালান সম্পর্কিত অন্যান্য বেআইনি কাজ কর্ম করানো।

যে সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের জন্য শিশু ও মহিলাদের এই সকল অমানবিক পেশায় নিযুক্ত করা হয় তাদের মধ্যে অন্যতম হল সমাজে স্ত্রীলোক ও মেয়েদের নিম্ন মর্যাদা, দারিদ্র, পুরুষের তুলনায় মহিলাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অপর্যাপ্ত সুযোগ, মোটা মুনাফার লোভে অপরাধ চক্রগুলির জড়িত থাকা, শিশু বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক প্রথা, অবিবাহিতা, স্বামী পরিত্যক্তা এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে এমন স্ত্রীলোকের প্রতি স্বল্প পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মহিলা ও শিশুদের দিয়ে অধিক কাজ করিয়ে নেওয়া কলঙ্ক লেপনের রেওয়াজ, চিরাচরিত ও সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষয় ও দুর্বল হয়ে যাওয়া পারিবারিক কাঠামো, যৌনতা সম্বন্ধে সাধারনের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গী, দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও দুর্বল আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা।

ইউনিফেমের বরিষ্ঠ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা আধিকারিক শ্রী এস কে গুহর মতে মহানগর কলকাতা নারী পাচারের অন্তর্বর্তী কেন্দ্র হিসাবে অন্যতম স্থানে পরিনত হয়েছে। এই রাজ্য, নেপাল ও বাংলাদেশের মহিলাদের নিয়মিতভাবে এই শহরের মধ্যে দিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চালান করে দেওয়া হয়। কলকাতার বুকে রমরমিয়ে চলা নিষিদ্ধপল্লী গুলি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত লোকেদের আকর্ষণ করে। এমনকি উটের দৌড়ের জন্য বাংলাদেশ থেকে আনিত শিশুদেরও এই শহরের মধ্যে দিয়ে চালান করা হয়। তিনি জানান সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। কয়েকটি সরকারী সংস্থাকে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মুম্বাই এর পর কলকাতা হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ দেহ ব্যবসার কেন্দ্র। পাচারের ঘটনা গুলি পুস্তকের আকারে বার করার পাশাপাশি ইউনিফেম বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমগুলি ব্যবহার করে প্রচার চালাবে। তাঁর মতে নিষিদ্ধ পল্লীগুলিতে নিয়মিত ম্যাজিস্ট্রেট সহযোগে পুলিশি হানার ফলে অনেক হারিয়ে যাওয়া বালিকাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন পুলিশ মহানির্দেশক শ্রী শঙ্কর সেন বলেন যে মানুষ এখনো এই সমস্যাটির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গ হল অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রাজ্য যেখানে মহিলা ও শিশু পাচারের ঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটে চলেছে। তাঁর মতে পাচারের ব্যবসা একটি অত্যন্ত লাভজনক এবং ঝুঁকিহীন প্রক্রিয়া। নেপাল ও বাংলাদেশের নৈকট্য এবং সছিদ্র আন্তর্জাতিক সীমানার কারনে আন্তর্জাতিক পাচার কাজে সহজতর হয়েছে।

মন্ত্রী প্রবোধ চন্দ্র সিনহা বলেন পাচারকারীদের সঙ্গে লড়ার মত যথেষ্ট পরিকাঠামো পুলিশের হাতে নেই। মাদক চোরাচালান রুখতে পুলিশ বিভাগের বিশেষ সেল গঠন করে সুফল পাওয়া গেছে। অনুরূপ একটি সেল মহিলা ও শিশু পাচার রুখতে কার্যকরী হবে। তিনি জানান খবর সংগ্রহ করার ব্যাপারে অপরাধীরা প্রশাসনের থেকে অনেক বেশী সংগঠিত। তাই পুলিশ আসার আগেই তারা সহজে গা ঢাকা দেয়। পুলিশ রাজনীতিকদের অশুভ আঁতাত এই সমস্যা জটিলতর করে তুলেছে। অনেক সময়েই কোন মেয়ে বা শিশুকে উদ্ধার করা গেলেও তাকে রাখার মত আশ্রমের অপ্রতুলতা দেখা দেয়। পাচারকার্য রুখতে নানা রকম আইন থাকা সত্বেও সেগুলি প্রয়োগ বিষয়ে আরো তৎপরতা দেখানোর প্রয়োজন আছে। তিনি মনে করেন এই অমানবিক কার্য বন্ধ করতে গেলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে অন্যদিকে তেমনি পুলিশি তৎপরতা ও রাজনৈতিক সচেতনতারও প্রয়োজন আছে।

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান উপনগরপাল সোমেন মিত্র বলেন পাচার কার্য একটি গোপন, লাভজনক, সুদক্ষ এবং ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক বিন্যাসের জাল, সমস্যার মূলে থাকার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা পুলিশের প্রয়োজন। কলকাতা পুলিশের বিশেষ শাখা কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে মিলে কতগুলি যৌথ প্রকল্প তৈরী করেছে।

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন শ্রী মুকুল গোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন বিষয়টিকে আগের চেয়ে আরো বেশী করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা হিসাবে দেখা হচ্ছে। কারণ এক্ষেত্রে একজন মানুষকে জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ তাকে দিয়ে করানো হচ্ছে। তাঁর মতে মহিলা ও শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও তা রুখতে কমিশনকে সরাসরি কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। তবে এ ব্যাপারে পুলিশের ভূমিকা কতটা কার্যকরী তা কমিশন খতিয়ে দেখতে পারে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সংলাপের পক্ষ থেকে ইন্দ্রানি সিন্‌হা জানান পাচার চক্রের হাত থেকে উদ্ধার করা অনেক মহিলা ও কিশোরী তাদের জানিয়েছেন পুলিশি অভিযানের আগেই এলাকায় খবর চলে যায়। তখন ধরে আনা মেয়ে ও শিশুদের জোর করে লুকিয়ে রাখা হয়। তাঁর দাবী পুলিশের একাংশের যোগসাজসেই এই ঘটনা ঘটে। তিনি অভিযোগ করেন গত কয়েক বছরে মহিলা পাচারের ঘটনার কোন সঠিক পরিসংখ্যান পুলিশের হাতে নেই। এদেরকে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে দেখানোর জন্য মহিলা পাচারের সঠিক সংখ্যা বার করা পুলিশের পক্ষে অসম্ভব।

অর্থনীতির বিশ্বায়নের সঙ্গে সঙ্গে মহিলা ও শিশু পাচার ব্যবসা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এশিয়া মহাদেশে বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এটি আরো বৃদ্ধি পাবে এবং এক সময় ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। পুরো সমাজের ওপর এর বিষময় ও ক্ষতিকর প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে।

আদিবাসী মহিলার অভিযোগ

দ্বিতীয় পাতার পর

শালিনতায় হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে। গুসকরা মহকুমা বাস্তুকার দপ্তরের কর্মচারী সত্য নারায়ণ পাল এবং অমর ব্যানার্জী দুজনেই ডি আই জি কে বিবৃতিতে জানান যে তারা ১৭.১.২০০০ তারিখে একটি দোকানে বসে চা খাবার সময় নাসির তাদের ওপর চড়াও হয়ে মারধর করে। সত্য নারায়ণ জানান ১৩.২.২০০০ তারিখের ঘটনাটি তিনি দেখেননি তবে সেই লোকগুলোকে দেখেছিলেন যাদের আগের একটি ঘটনায় নাসিরের ওপর আক্রোশ ছিল। অমরের বক্তব্য নাসির বুড়ি রায়কে দিয়ে তাদের নামে মিথ্যে অভিযোগ করেছে।

সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করে কমিশন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে বুড়ি রায়ের বাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। নাসিরের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে কোন মন্তব্য না করেও কমিশন মনে করে এস আই উৎপল ভট্টাচার্য তাঁর কর্তব্য কর্মে চূড়ান্ত অবহেলার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি গুসকরা পুলিশ চৌকির দায়িত্বে থাকায় যা ব্যবস্থা করেছেন তা একমাত্র তিনিই করতে পারেন। এ এস আই জগন্নাথ মাহাতোর তাতে কোন হাত নেই। শ্রী মাহাতো বুড়ি রায়ের পুলিশ চৌকিতে এসে অভিযোগ দায়ের করার ঘটনাটি সমর্থন করেছেন যা আদৌ নথিভুক্ত করা হয়নি। শ্রী ভট্টাচার্য্য বুড়ি রায়ের মতো একজন আদিবাসী মহিলার উদ্বেগকে আমল না দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কমিশনের ধারনা এ এস আই জগন্নাথ মাহাতো সত্য গোপন করে নিন্দনীয় কাজ করেছেন।

এস আই উৎপল ভট্টাচার্য যিনি বর্তমানে বর্ধমান থানায় কর্মরত, কমিশন মনে করে বুড়ি রায়ের অভিযোগটি নথিভুক্ত করতে অস্বীকৃত হওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

অভিযোগ দাখিলের পদ্ধতি

ভুক্তভোগী বা তার পক্ষে কোন ব্যক্তি ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে লিখিত দরখাস্ত কমিশনে দাখিল করতে পারে।

কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী দপ্তর আধিকারিক বা কর্মচারী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ কমিশনে গ্রহণ করা হয়।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তারিখ থেকে এক বৎসরের মধ্যে অভিযোগ দাখিল করতে হবে। অভিযোগ দাখিল করতে ষ্ট্যাম্প, কোর্ট ফী বা খরচ লাগে না।

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের কার্য্যালয়

ভবানীভবন (তৃতীয় তল)
৩১নং বেল্‌ভেডিয়ার রোড
কলকাতা-৭০০ ০২৭
টেলিফোন নং ঃ ৪৭৯-৭৭২৭, ৪৭৯-১৬২৯, ৪৭৯-১৬৪৭
ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-৪৭৯-৯৬৩৩
ই-মেইল ঃ wbhrc@cal 3. vsnl.net.in

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ শ্রী মুকুল গোপাল মুখার্জী, সভাপতি, অধ্যাপক (ডঃ) অমিত সেন, সদস্য, শ্রী শঙ্কর কোয়ারি, রেজিষ্ট্রার, পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের শ্রী রূপায়ণ দে, জনসংযোগ আধিকারিক কর্তৃক ভবানী ভবন থেকে প্রকাশিত এবং ফ্রেণ্ডস্ পাবলিকেশন্, কলকাতা-৭০০ ০০৯ দ্বারা মুদ্রিত।